দৈনিক ইত্তেফাক
তং ০৪-০৬-০৯

প্রশিক্ষণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে

ড. এম. আজিজুর রহমান

সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও উন্নত জাতি গঠনে মানসম্পন্ন শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই স্বভাবতই বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের প্রধান ভিত্তি হলো দক্ষ শিক্ষক ও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ। গরীব দেশে উন্নতমানের পরিবেশ অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলেও মানসম্পন্ন শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা বরাবরই অব্যাহত আছে। শুধু একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক তৈরি নাও হতে পারে। শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় ও মজবুত করার স্বার্থে শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষানীতি, মনোবিজ্ঞান ও স্ব-স্ব বিষয়ের জ্ঞানসম্বলিত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। তাই প্রশিক্ষণবিহীন প্রায় ৩ লাখ শিক্ষককে বি.এড ট্রেনিং দেয়ার জন্যে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহকে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং প্রতিযোগিতাই মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।

ব্যানবেইসের তথ্যানুসারে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বি.এড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা মাত্র ৯৯। এর মধ্যে ১৪টি সরকারি এবং ৮৫টি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা কলেজ রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১টি। এসব বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৮ জন করে শিক্ষক ধরলে প্রায় ৩০৪ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরিচ্যুত হন তাহলে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৯৩১ জনে নেমে এসেছে। সরকারি কলেজসমূহে ২৪৭ জন এবং বেসরকারি কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে ৯৮৮ থেকে কমে গিয়ে ৬৮৪ জন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন। ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ৬,৫১৮টি প্রশিক্ষণার্থীর আসন এবং বেসরকারি কলেজ/ ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১১,৬৩৮ থেকে কমে ৬৩১৮তে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর আসন সংখ্যা ১৮,১৫৬ থেকে কমে ১২,৮৩৬-এ নেমে এসেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, শুধু মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ১,১৬,১১৫ জন এবং মাধ্যমিক স্কুলসহ কলেজ, মাদরাসা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২,৭৫,৫৯২ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন রয়েছেন। এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন ও চাকরি স্থায়ীকরণের জন্যে অবশ্যই বি.এড ডিগ্রি তথা প্রশিক্ষণ অর্জন করতে হবে। মাত্র ৭,০০০ ছাত্রের আসনসম্বলিত ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্যে শুধু সরকারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকেই সনদ অর্জন করতে হবে এ মর্মে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত অতিসত্বর বাতিল করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মাত্র ১৪টি। অন্যদিকে বেসরকারি মহাবিদ্যালয় ৪৭টি। তাছাড়া মাত্র গুটিকয়েক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার্স ট্রেনিংয়ের অবারিত সুবিধা আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিংয়ের মান অবশ্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের চেয়ে ভাল। কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ অধিক উন্নত। ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষকগণ তাদের সুবিধাজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অধিক আগ্রহী হবে। এতে তাদের অর্থ খরচও সাশ্রয় হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৪০ ভাগ নম্বর অভ্যন্তরীণভাবে দেয়া হয় এবং শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর দিয়ে থাকেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত বহিরাগত পরীক্ষক। প্রায়ই এটা শোনা যায় যে, বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষার্থীরা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলেও বহিরাগত পরীক্ষকের কাছে ভাল নম্বর পাচ্ছেন না। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার মান বাড়াতে হবে যাতে তারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় আসতে পারে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা গেলে অবশ্যই সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো আসন সংখ্যা অনুযায়ী ছাত্র পাবে, এর জন্যে বৈষম্যমূলক কোন নীতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের জন্যে বি.এড প্রশিক্ষণ একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োগধর্মী করা যায়। প্রশিক্ষণের আওতায় এসে শিক্ষকগণ বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতার গুণাবলী পরিস্ফুটিত হয়। তাই সব ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্যে কোন বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নয়, এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। কারণ জাতি গঠনের কর্ণধারদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে যাদের ভূমিকা অনন্য অর্থাৎ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে একপেশে সিদ্ধান্ত শিক্ষা ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের পরিপন্থী। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শুধু সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা মানবিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জাতির শিক্ষা খাতের বৃহৎ স্বার্থে অনুকূল হবে।

[লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]